J. K. TIMES (ISSN: 2278 - 4047)

Article

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের '**আরণ্যক**':প্রকৃতির বিস্ময় ও প্রকৃতি বিনাশের বিষন্নতা

Mahadeb Das*

Department of Bengali, J. K. College, Purulia, PIN-723101
*Email: mhdb.das@rediffmail.com

Abstract: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসে একদিকে যেমন আমরা দেখি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কোলে বেঁচেবর্তে থাকা মনুষগুলির প্রতি আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের বিস্ময়-বিহ্বলতা, অন্যদিকে আবার দেখি প্রকৃতি বিনাশের বিষন্ন বেদনা। আবার একদিকে যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্যে ও মানবপ্রীতির সুনিবিড় রসানুভূতিতে ঘনীভূত রূপ লাভ করেছে তেমনি অন্যদিকে অরণ্য বিনাশের বিষন্নতায় উপন্যাসের প্রতি ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে এক সকরুণ বেদনার সুর এই সুরটিকেই ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

Keywords: প্রকৃতি, মানুষ, সৌন্দর্য,অরণ্য, বিনাশ, বিষন্নতা,সিকস্তিজমি, বনানী, নির্জনতা, নীরব, রহস্য,শান্ত, আনন্দ,মানবপ্রীতি,ফুলকিয়া বইহার, লবটুলিয়া বইহার, নাঢ়া বইহার,বিস্ময়-বিহ্বলতা

'**আরণ্যক** 'উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের একটি অনন্য সম্পদ । লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আরণ্যক উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেন প্রচীন সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন-"**অরণ্যকে পটভূমি করে যে কোন রকমের উপন্যাস হলে পারে , বাঙালী পাঠক এর আগে তা ভাবতে পারেনি। আরণ্যক-এর মতো বই বাংলায় তো হয়ই নি ,উপন্যাসের বিশ্বসাহিত্যেও কটা আছে জানি না।**"[১]আরণ্যক উপন্যাসে সেই অর্থে কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ আদ্যন্ত বর্ণিত কোন কাহিনি নেই। বড়জোর বলা যেতে পারে নানা খণ্ড খণ্ড কাহিনির একটি শিল্প-সঙ্গত বর্ণনার ঘণীভূতরূপ। তবে উপন্যাসের কথক সত্যচরণের স্মৃতির স্বর্ণ সঞ্চয়ের আবেগ মন্থিত বাণী বিন্যাসের দ্বারা আরণ্যক-এ যে একটি মোহময় আবেশের মধ্যে পাঠককুলকে নিমজ্জিত করে,- একথা মানতেই হয়।

আমরা দেখি উপন্যাসের শুরুতেই প্রস্তাবনা অংশে উপন্যাস রচনার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বিভূতিভূষণ। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে ভাগলপুরের জঙ্গল মহালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের কাজ নিয়ে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ।তাঁর সেই জঙ্গল মহালের সীমানা ছিল – "**উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর , পুবে ফুলকিয়া, লবটুলিয়া , নাঢ়া বইহার , আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত এইজঙ্গল মহাল।**"[২] বিভূতিভূষণের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই পরবর্তী ক্ষেত্রে আরণ্যক উপন্যাসের জন্ম দেয় । জঙ্গল মহাল থেকে ফিরে এসে সেখানকার অরণ্য প্রকৃতি ও অরণ্য প্রকৃতির মানুষের স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করেছেন উপন্যাসের অন্তরবয়নে ।

উপন্যাসের কথক সত্যচরণ। উচ্চশিক্ষিত বেকের যুবক । কলকাতা শহরে মেস বাড়িতে থাকেন আর গৃহশিক্ষতা করেন। বন্ধু অবিনাশের সুপারিশ ও সাহায্যে তার জঙ্গল মহাল যাত্রার পথ প্রশস্ত হয় । উপন্যাসের শুরুতেই তার প্রমান মেলে।যেমন - "**অবিনাশ বলিল – আমাদের একটা জঙ্গল মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি ।আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলেনা । আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি । তুমি যাবে ?** "[৩]এবং অবিনাশ আরও বলে – " **তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল মহাল আমরা নতুন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিস হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর যার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় ? তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়,তোমার নাড়ী নক্ষত্র জানি। তুমি রাজি হয়ে যাও – আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।**"[৪] এই ভাবেই সত্যচরণ জমিদারি বন্দোবস্তের কাজ নিয়ে ভাগলপুরের জঙ্গল মহালে যাত্রা করেন। কিন্তু জঙ্গল মহালে পা রেখেই সত্যচরণের মন খারাপ হয়ে যায়।প্রাথমিক ভাবে জঙ্গল জীবনে দেখা গেছে-

১) জঙ্গল প্রকৃতির প্রতি প্রাথমিক বিরাগ

২) জঙ্গল জীবনের প্রতি প্রাথমিক ভাবে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা

৩) জনহীন নির্জন প্রবাসে বসবাসে অসহনীয়তা

৪) জঙ্গলের জীব জন্তুরপ্রতি প্রাথমিক ভীতি

সভ্যজগত থেকে বহুদূরে এই জনহীন জঙ্গল জীবনকে তিনি মানতে পরেন নি। তাঁর প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছে – '**কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই , এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভালো । অবিনাশের অনুরোগে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া , এ**